



ননৈ ফনৈ



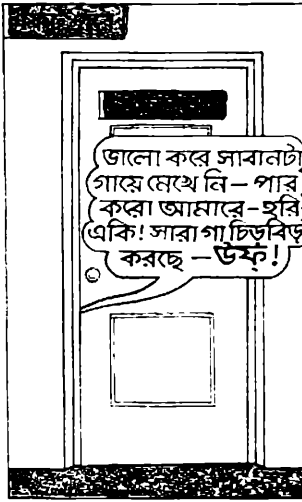
কালেকশন

মনে হচ্ছ তুই বিশী ঝগু লাগিয়েছিস! চিকিৎসার
জন্যে ডাক্তারের কাছে চল।

আঁ আঁ-হ্যাঁচো









নারায়ণ দেবনাথ





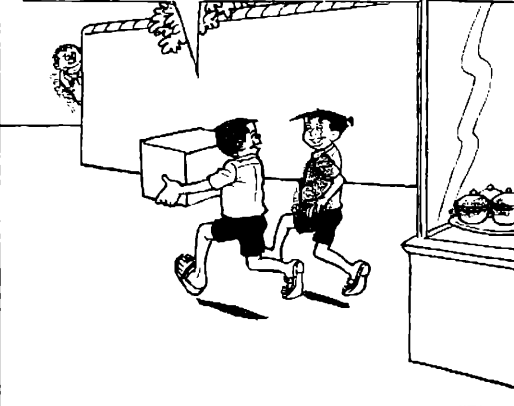


নটে ওর ফটে

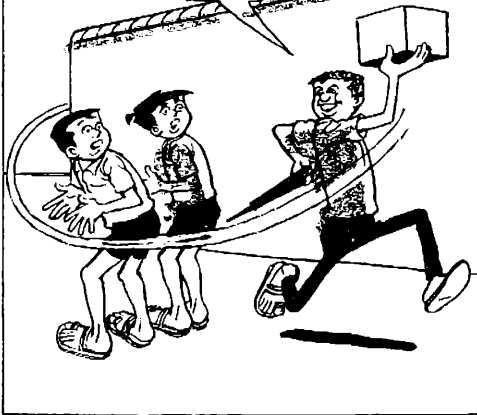


নারায়ণ দেবনাথ

কি মজা! চাটনি সহযোগে ফলের তৈরি মোরবার
এই বোর্ডের বাস্কাটা ওর জন্যে সংগ্রহ করে দিলে
রান্নার ঠাকুর আমাদের পুরস্কার দেবে!



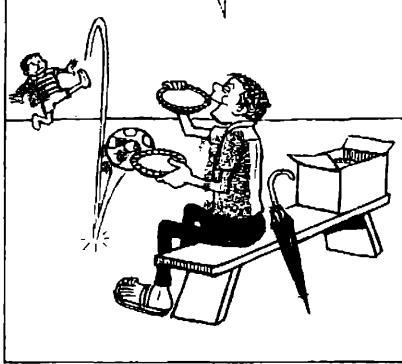
চুপি চুপি স্কুলে খাবার ঢোকানোর ফন্দি,
নটে আর ফটে? আমি এটা নিয়ে
নিচ্ছি!



এবার আমি পার্কে ছাতার আড়ালে
(সুন্দর ভাবে)
একটা থ্যাট
দিতে পারবো!
স্বরূপ!



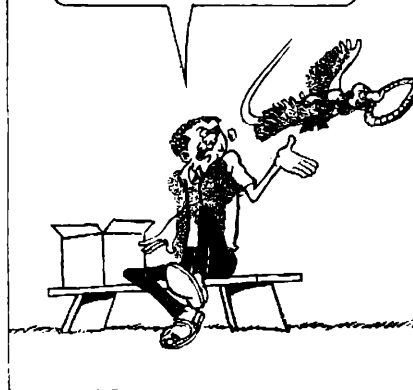
ফলের চাটনি মুক্ত রুহৎ
মোরবার! আমি এদের সঙ্গতি
করতে যাচ্ছি।



ওফ! থেরাস!



ইরক! এবার এ হাঁসটা অন্যটাও
নিষে গেলো! তাড়াহুড়া করতে
গিয়ে ডুলে ছাড়া খুলে আড়াল না
করে কি তুলই না করেছে!

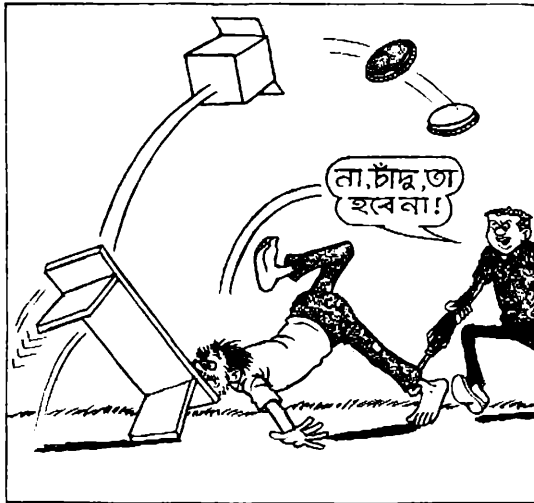


গরর! মোরবারটা ফলে
দে, চোড়া হতচ্ছাড়া!



আরফ!
থপাত!







নন্ড
আর
ফন্ড



নারায়ণ দেবনাথ

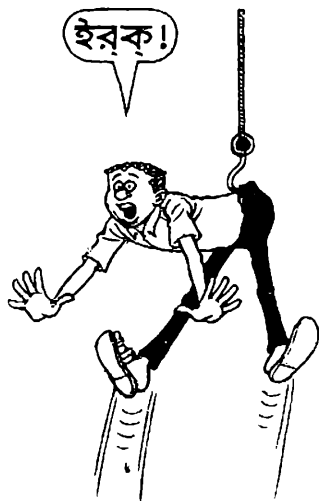


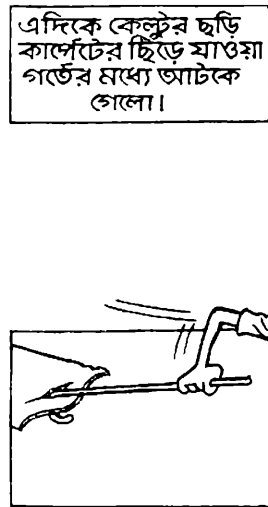




নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

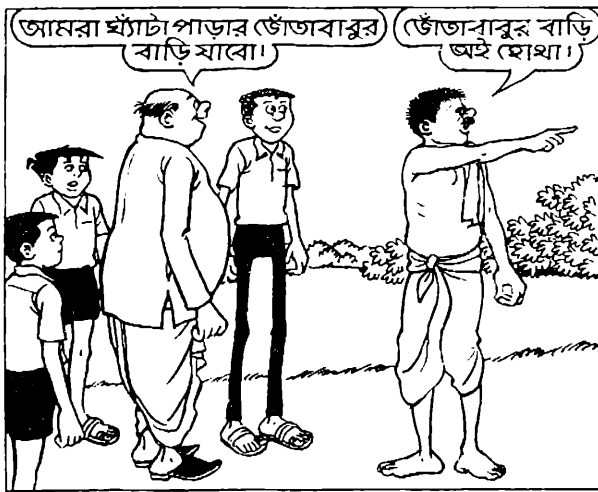


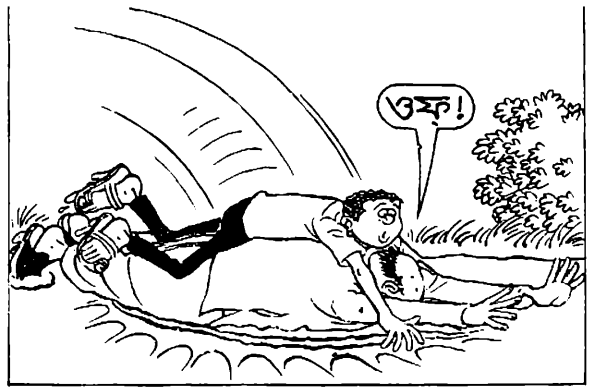




নারায়ণ দেবনাথ

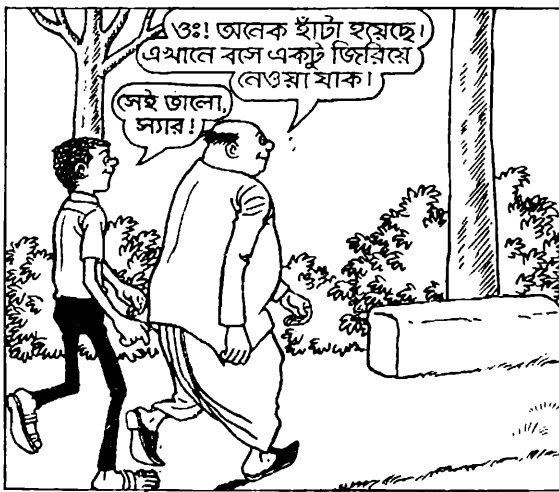










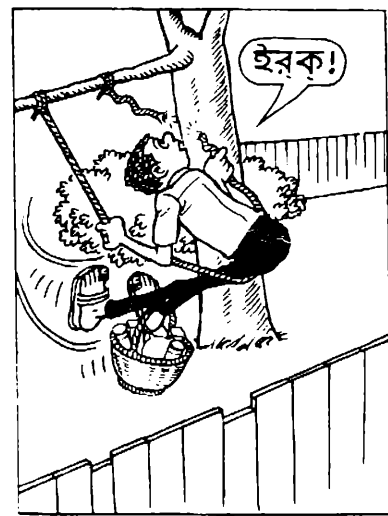


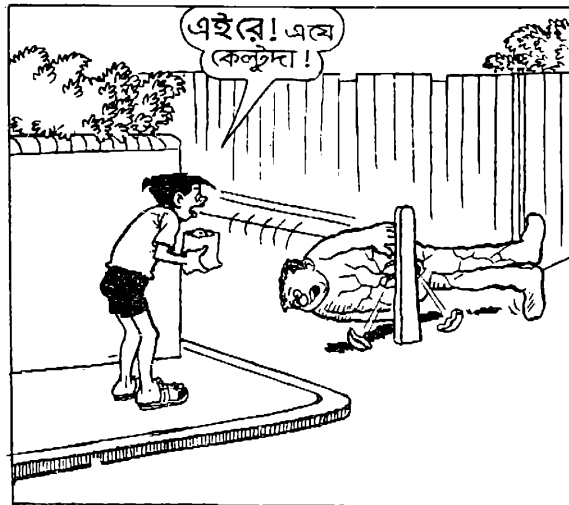
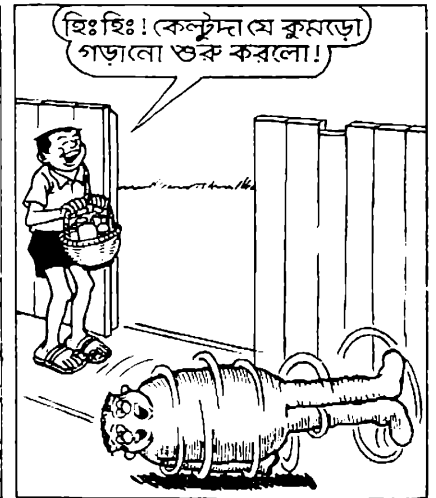
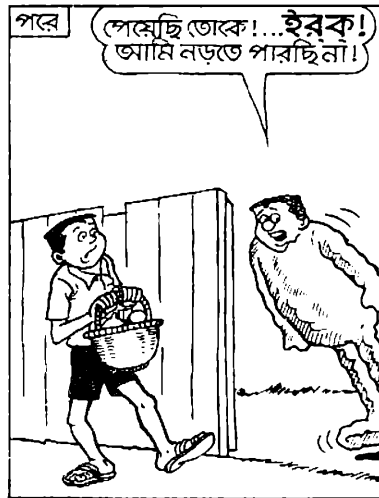






নারায়ণ দেবনাথ





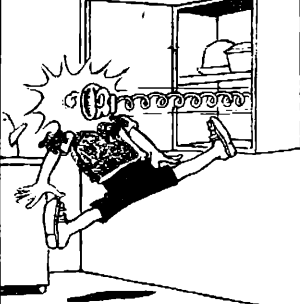


নারায়ণ দেবনাথ



বেঁচার, নক্টে! রাধুনী আরো একটা
ফাঁদ পেতেছিলো কেলুটর জন্যে

দমাস!



বাপস!

খাবারের বন্দলে
সাবাড় হয়ে
যাচ্ছিলাম!
নাক একেবারে
ঢাক হয়ে গেছে!

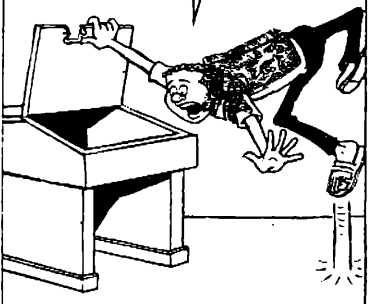


ওদিকে

এই সব সেলাই করতে
অনেক সময় নিয়েছিলো!
কিন্তু এখন আমি ওদের
বাজেয়াস্ত করা খাবার
খেয়ে নিতে পারি।



ইঁক! ওরা আমার ডেস্কো
ডেঙে সব খাবারটাই হাটিয়ে
নিশ্চয় গেছে!



ওদের যখন পারো একেবারে
উঁচুত শিক্ষা দিয়ে দেবো!



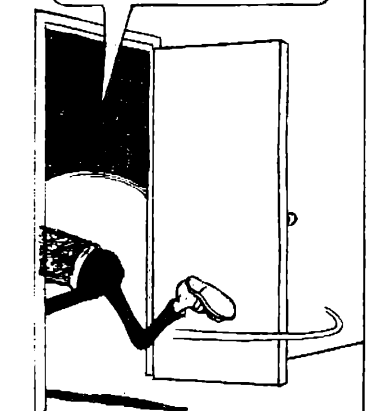
আঃহা! ওরা তাহলে এই মালপত্র

রাখার কুস্তির মল
বজে সাঁটাচ্ছে! আমি
ওদের খাওয়ার শব্দ
শুনতে পাচ্ছি!

চকাম!
চকাৎ!



ডেবেচিস ফাঁকি দিবি। আমি
এই খাবার নিয়ে যাচ্ছি!



খাওয়া শুরু কর ফন্টে! কেলেটো এখন
খুবই ব্যস্ত- আমাদের দিকে মন
দেবার সময় নেই! হেঁ! হেঁ! হেঁ!

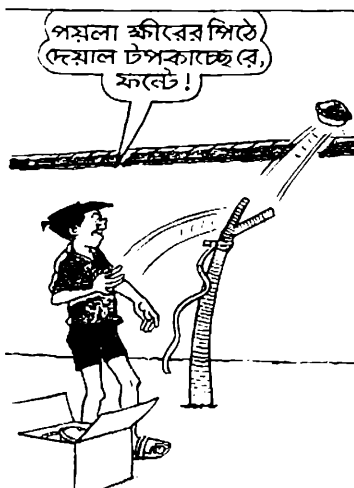
বাঁচাও! হে-য়েল্প!

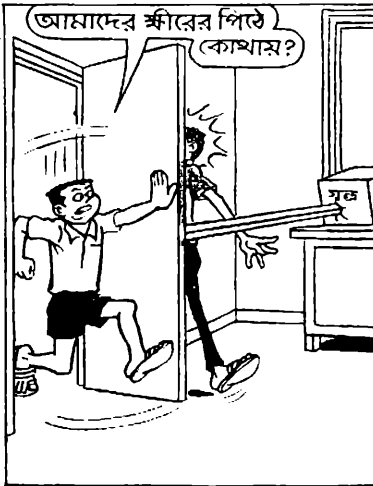
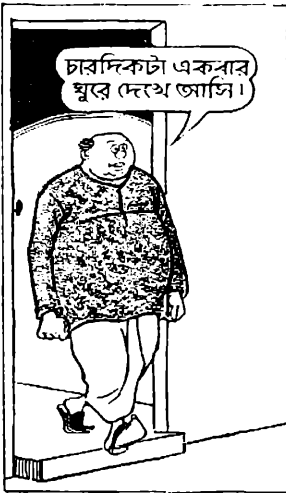




নটে
আর
ফলে

রায়াণ দেবনাথ

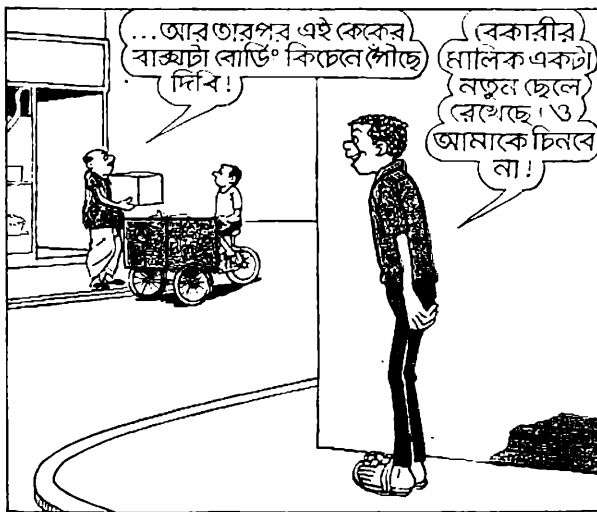






নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



...আর তারপর এই কেকের
বাক্সটা বোডিং কিচেনে পৌছে
দিব!

বেকারীর
মালিক একটা
নতুন ছেলে
রেখেছে! ও
আমাকে চিনবে
না!

ও আগে অন্য জায়গায় মাল পৌছে
দিতে হবে, তাই আমি ওর আগেই
বোডিংয়ে পৌছে যাবো।



বাঃ! রসুই ঠাকুরের চিহ্ন নেই, স্বতরাং
আমি ওর গামছাটা নিয়ে যাই!



সেই মতো

আমি রান্নার লোক - আমি
এই কেকের বাক্সটা নিচ্ছি!

ওহ, নেহি!
কালুটুয়া কেক
ধোঁকা দিয়ে লিচ্ছে



নটে আর ফটেটা নেই।
ওরা হাজির হওয়ার আগেই
এগুলি আমার ডেরায় নিয়ে গিয়ে
একটার পর একটা পরখ করি!
হিঃহিঃ! স্বভূত!



হামার মাল কালুটুয়া ধোঁকা
দিয়ে লিয়ে লিবে জুটা কথুনা
হবে না। আমি এহি আতা।
কাঠের মেঝেতে লাগিয়ে দিলম
কালুটু পা ঝাটসে আটকে যাবে
সেইর আমি ওটা ওর থিকে কেড়ে
লিবে।



হামার কেক হামার কাছে আসিয়ে
গেলো কালুটুবাবু!

ইরক!



গরুর! রসুই ঠাকুর খুব চালাকি
খেলছে, ধ্যাং! আমার পায়ের
সঙ্গে মেঝের পাটাতনের তক্তা
উঠে এসেছে!





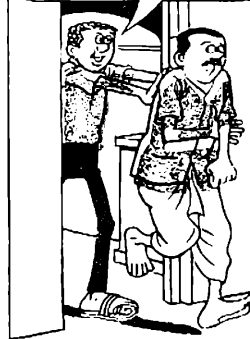
নটে আর ফটে

রায়শ দেবনাথ

বাপ রে! চলাতে
হামার আম্বুল পুড়িয়ে
গেলো!



তুমি অবশ্যই এত্নি সিন্ধে
বোড়িয়ে ডাঙারের কাছে
গিয়ে তোমার হাতটা ড়েস
করিয়ে নাও, পাচকঠাকুর!

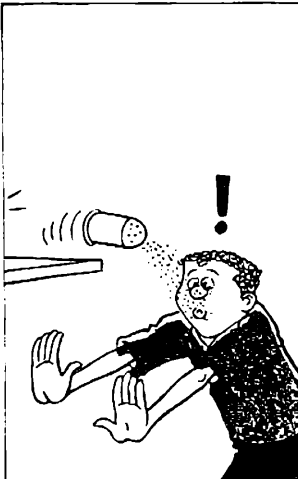


হিঃ হিঃ! এবার এই
উপাদেয়ে দই বড়া দিয়ে
ভুজি করে জলসোণ!



সংবধান, ফটে! কিচেনের
দয়ালে বল লাখাস না! রান্নার
হাবুর বলেছে এতে ঝাঁকুনি
হয়ে ওর পাখ
নাচে পড়ে যায়।

দমাস!



কেলু! হাঁচি থামা! লোংরা জীবন
কিচেনের চতুর্দিকে ছিটোচ্ছিস!

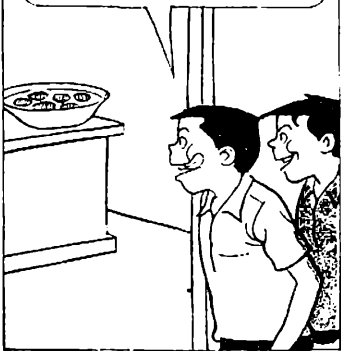


বলে হচ্ছে তুই বিকী ঠাণ্ডা লগিয়েছিস!
চিকিৎসার জন্যে ডাক্তারের
কাছে চল।

জাঁজাঁ-হ্যাঁচো!



কিছু পড়নি রে, নটে! আরিসাস!
দ্যাখ এক গামলা দই-বড়া, আর
বেউ এটা পাহারা দিচ্ছে না! আজ
আমাদের উপাদেয়ে ভোজ
খাওয়ার কি জগ্য রে, নাইরি!



উমফ! ইয়ুফস এই
ওম্বুখটা বীভৎস







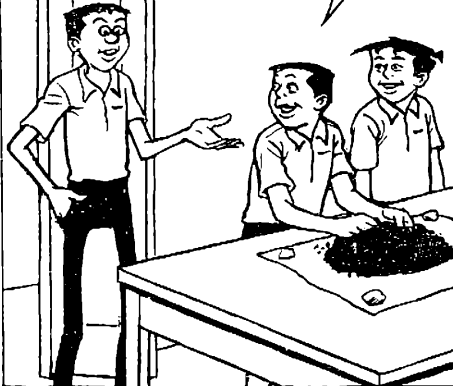
নাটে
আর
ফটে



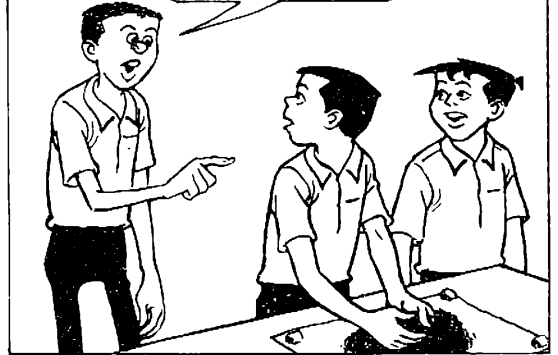
স্বাধীন দেবনাথ

কি করছিস রে তোরা
দুজনে?

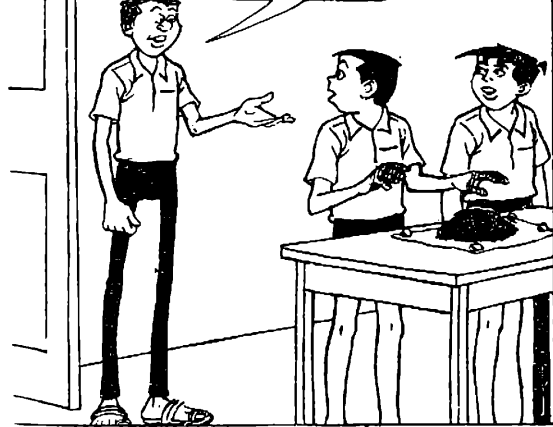
ছুঁচো বাজির
মশলা তেরি
কম্বাছি



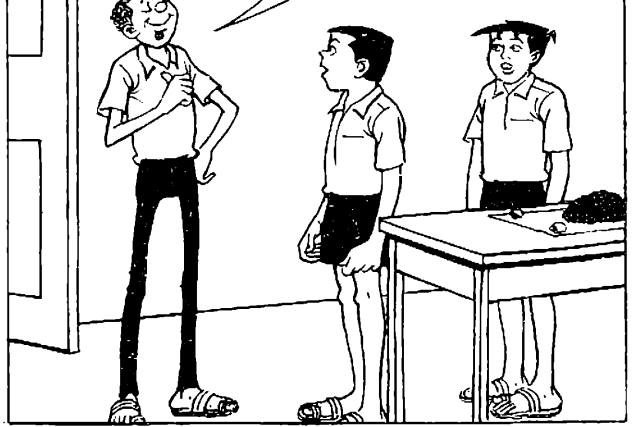
ছুঁচো বাজি! জ্ঞানিস এ বাজি কি ভীষণ পাজি!
এ বাজির খস্কের গড়ে একবার স্যারের কাপড়
পুড়ে গিয়েছিলো। এখন স্যার এ বাজির নামে
ডায়নক স্কোপে যান! তোরা ও সব বক্স না করলে
স্যারকে বলে দেবো।



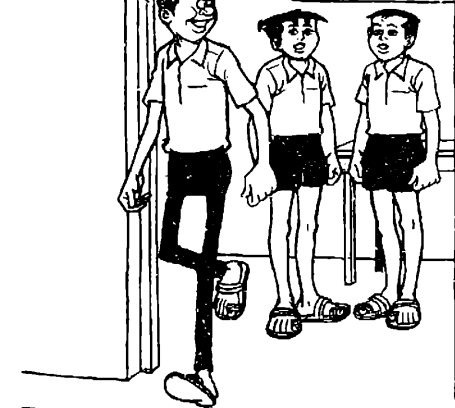
ও সব ছুঁচো বাদ দিয়ে নিরাপদ বাজি তুবড়ি
তেরি কর না।



আমি এবার তুবড়ি বানাচ্ছি। তুবড়ির কাড়ের হাইট
শহীদ মিনারের মতো হবে।

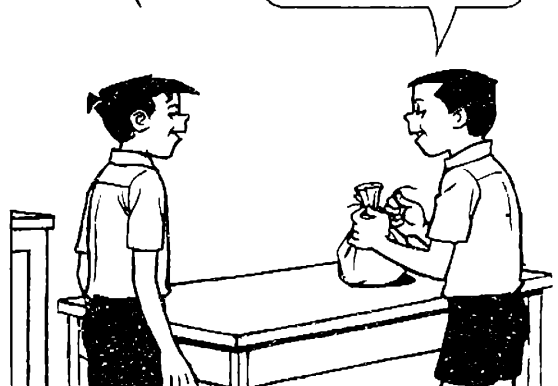


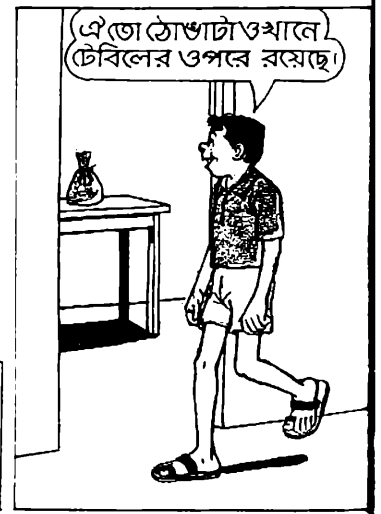
আর স্যারকে দিয়ে এ তুবড়িতে প্রথম অগ্নিসংযোগ
করাবো। তোরা ভালোয় ভালোয় এ ছুঁচোর মশলা
ফেলে দিয়ে আর।

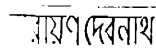


এবার আমাদের কি
করা উচিত, ফটে?

স্যারকে দিয়ে কেলুদার
তুবড়ির উদ্বোধনকে আরো
জেল্লাদার করা। এগুলো
এখানে এখানেই থাক।







ডাঙা হইতেছে

(উল্লস! জজোজ্জ্বল জাজ্জ্বল
এমন মিষ্টি সুর-বাজ
শ্রোতে পৌঁছে বন-শ্রোতক!)

নরেকে! আমাকে
দর পিছু নে ছুটতে
হবে!

ইরক!

ସାଜା!

গেছি! তুমি খোলায়
(পড়েছি!)

গব্বর! পাজি হতচ্ছাড়া! কষ্ট করে
ভেঁরে আমার খাবার
নষ্ট করার জন্যে
তোকে শিক্ষা দিয়ে
ছি!

ਭਲਾਏ!

ଓୟାହ!

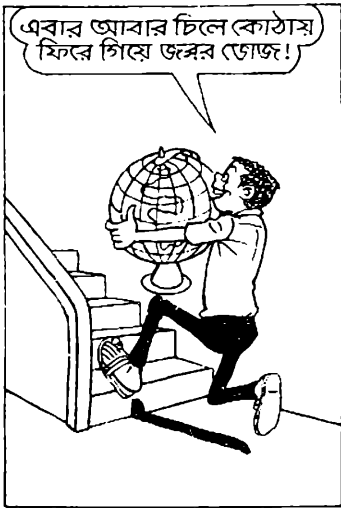
সসেড

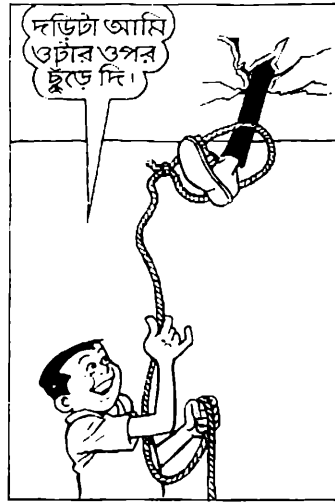
(জাদি: নরুজ বিক্রি)
নাজাদ বিক্রি: ১০০০
কমিশিফান নরুজ বিক্রি
(১০০০ ১০০০)





নারায়ণ দেবনাথ

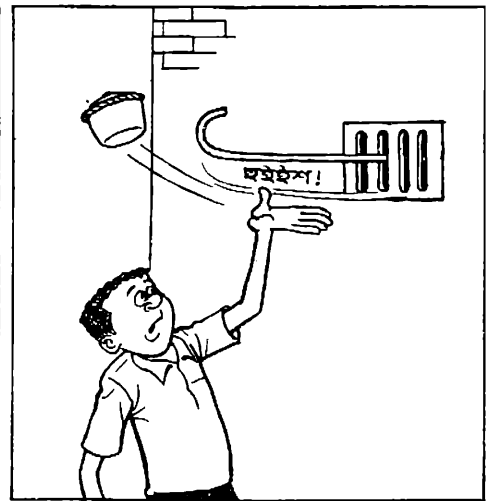
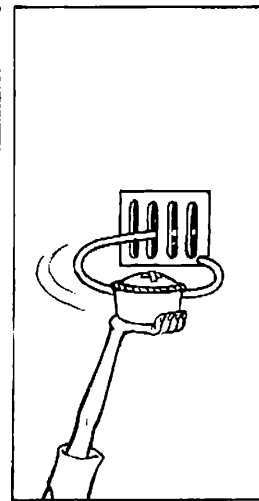






নারায়ণ দেবনাথ





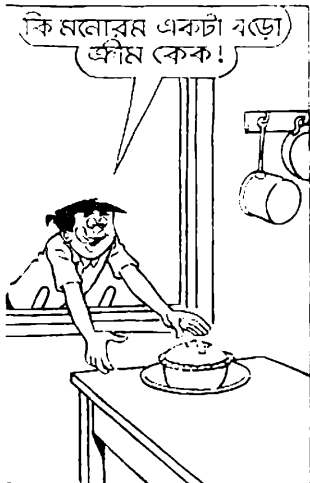


করায়ণ দেবনাথ

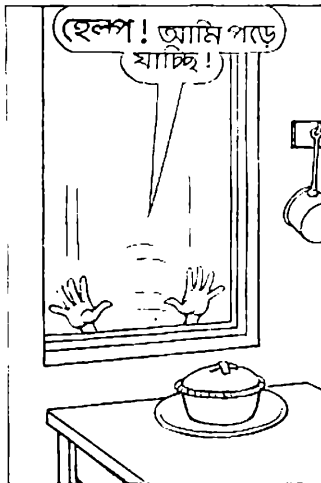
(কি শয়তানি!
যজ্ঞপাতি রাখার
ঘর থেকে নেই নিজে!
এসে নব্বইটা ফুল
কিভাবে থেকে ঘাল
হাতাবান ভাল
করবে.)



চমকেকার, এবার ওর বিচ্ছুরি
পড়ন ঘাটবে!
হিঃহিঃ!



কি মনোরম একটি বড়ো
ফ্রীম কেক!



(হেল্প! আমি পড়ে
যাচ্ছি!)



(হোঃহোঃ! নব্বইটা উদ্দেশ্য
উত্তুল করার জন্যে আমি
এই উপায় অবলম্বন
করেছি!)

ওফ!



গরুর! একবার শুধু জানার হাত
তোমার গায়ে লাগাতে দেও!

হিঃহিঃ! আমাকে ধরলে
তোলাগাবি!



(বোর্ড মিটিংয়ে যেতে কয়েক
মিনিট দেরী হয়ে গেলে!!
আমাকে তাড়াতাড়ি যেতে
হবে!)



ওরে বাবারে! এয়ে
সুপারিনাটেগণ্ট সগর!





নাট আর ফল

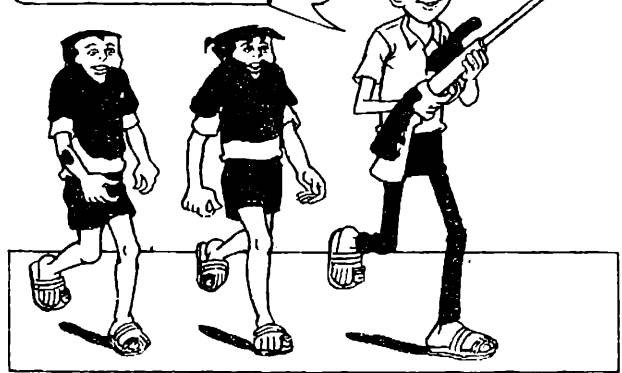


নারায়ণ দেবনাথ



আমাদের খেলাধুলার মান কতো নেমে গেছে। যার জন্য আমরা কোন ধাতুরই একটা পদক আনতে পারছি না। সেজন্যই আমি এয়ারগান দিয়ে লক্ষ্যভেদ প্র্যাকটিস করছি।

অলিম্পিকে আমাদের ব্যর্থতার পর থেকে। অতি সন্তোষে আমি লক্ষ্যভেদের সাধনা করে যাচ্ছি। দেশের এই এয়ারগান দিয়েই দেশের মান চাগিয়ে তুলবো।













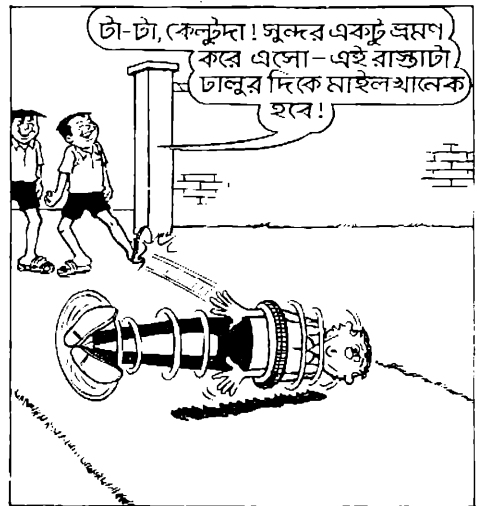
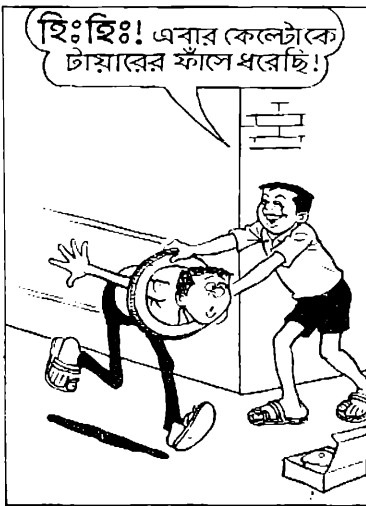
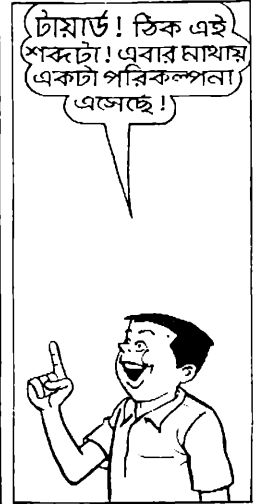






নন্ট আর ফন্ট

স্বপ্ন দেবনাথ



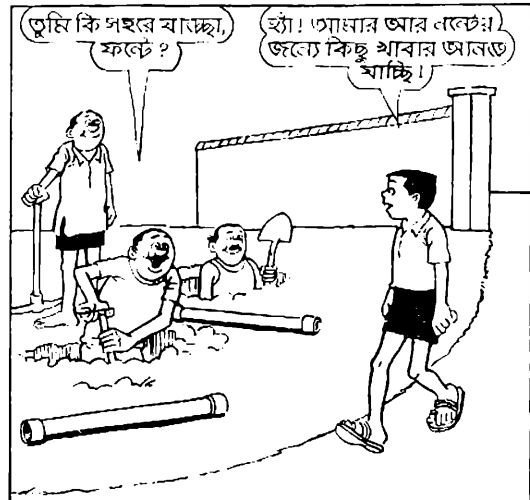




রায় দেবনাথ



উপাদেয়!



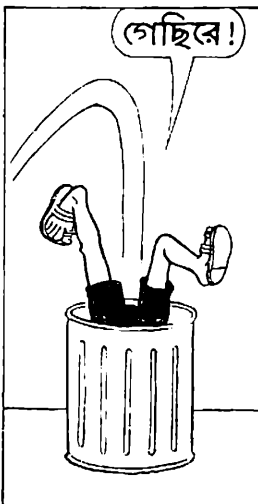
হ্যাঁ! আমার আর নটে! জন্মে কিছু খাবার আনতে যাচ্ছি!

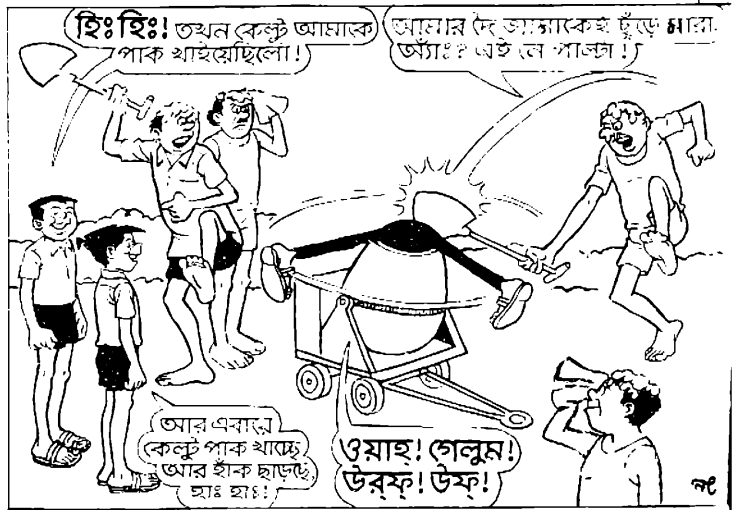


নিশ্চয়ই!



ওঃ, দারুণ! ফর্মে আবার ব্যাগে করে আরো খাবার নিয়ে যাচ্ছে!







একটা ফ্রিক্ট বল লেগে আমার চোখটা কালো হয়ে গেছে পাচকস্তুর আমার এই চোট খাওয়া চোখে বসবার জন্যে কি একখণ্ড মাছ দিতে পারো? ওভে নাকি সেরে যায়?

গরর! কিছু খাবার
হাজার জন্মে এটা
তোর আর
একটা নতুন
কাহিনী!



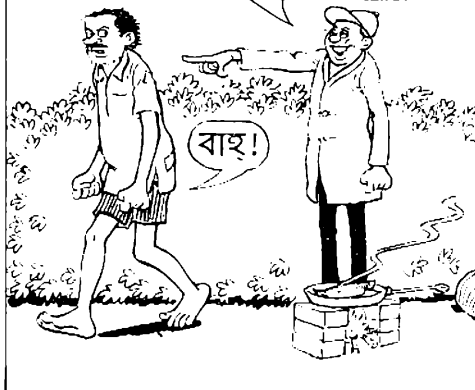
শেষ পর্যন্ত আমি তাহলে
 'তৈরি নাছড়োজা খেতে'
 'যাটছ!')

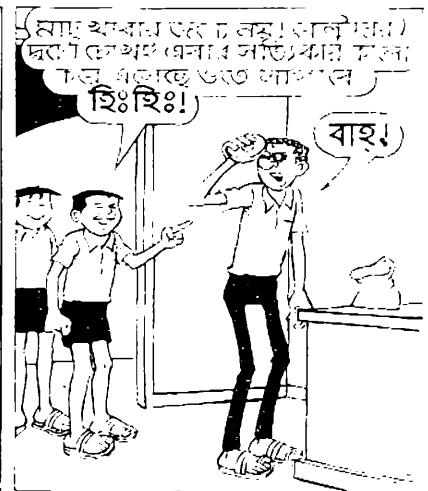


হিঃ হিঃ! মোছুর বাজার থেকে
দোকানদারের নজর এড়িয়ে
এই নাছুর আমি হাতিয়ে
(একোছ)



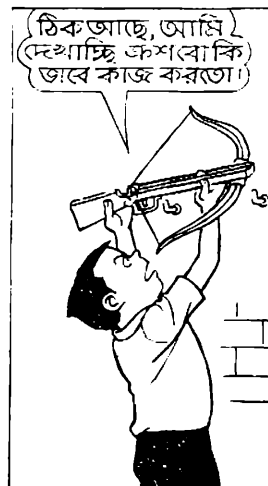
উদ্ভাৱে ৰাৱা কৰা আইনবিৰুদ্ধা তুৰন্ত
কেটে পড়ে! আমি এই ভাৱে মাছটো
বাডেলগুস্ত কৰলুম!

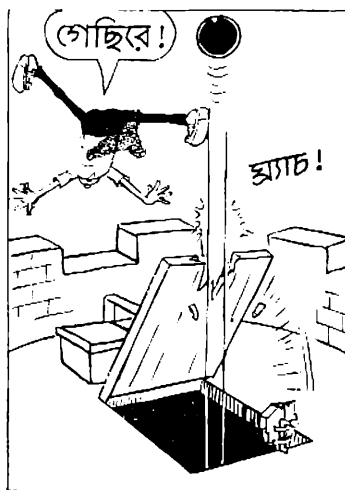
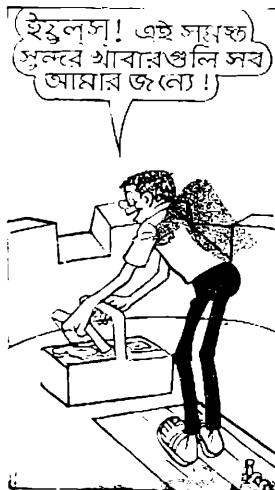






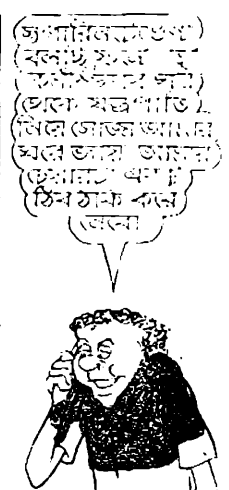
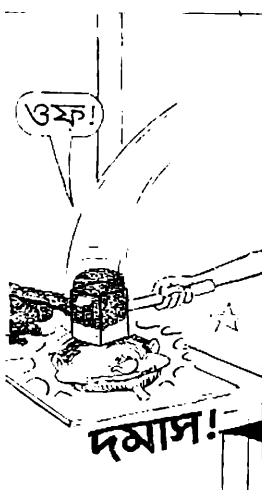
নারায়ণ দেবনাথ

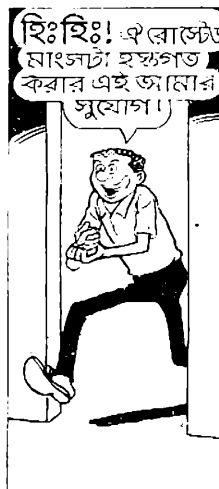
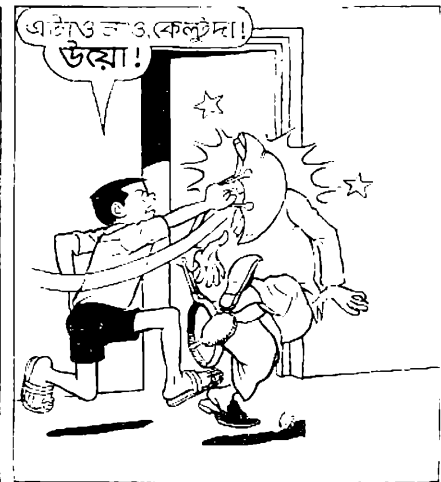






রায়শ দেবনাথ







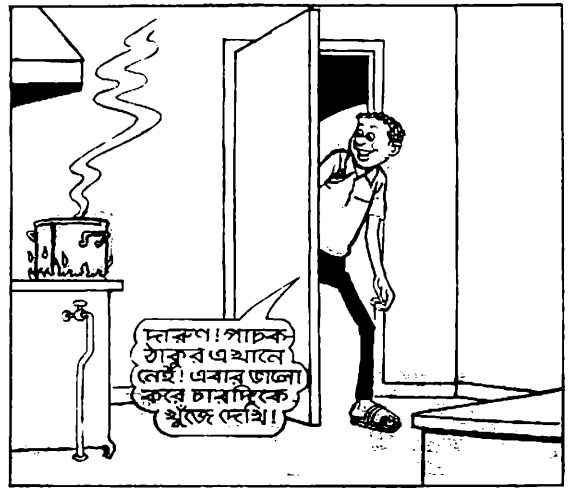
নটে
আর
ফটে



মৃণাল দেবনাথ

আজ ছেলেগুলোর কাছ থেকে এক
টুকরো খাবার আমি খুঁজে পাইনি।
পাচকঠাকুর শয়ান নক্ষর রাখেন না
তখন হয়তো কিচেন থেকে কিছু হাতিয়ে
নিতে পারবো!

বোড়ি
বিশ্বজন



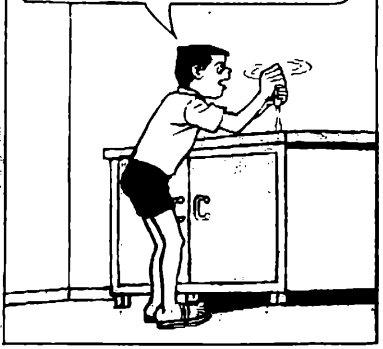
দারুণ! পাচক
ঠাকুর এখানে
নেই! এবার ডালো
করে চারদিকে
খুঁজে দেখি!

মরেচে! কেউ আসছে!
আমি বরঞ্চ লুকিয়ে
পড়ি!



এখানেই বেশ
ডালো লুকোনো
যাবে!

কাপবোর্ডের ওপরে খোঁচ রয়েছে
বলে পাচকঠাকুর স্যারের কাছে
অভিযোগ করেছে! এটা খুলে
কর্মশিক্ষার স্বরে নিয়ে গিয়ে স্যার
এটা মসৃণ করে দিতে বলেছেন!



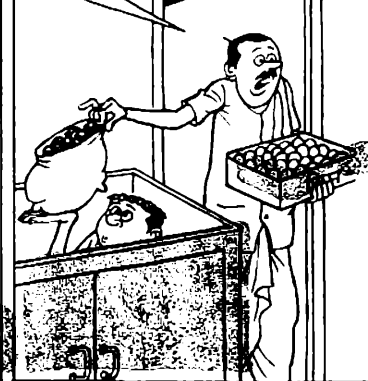
উপস! বরাতের কি
জোর! ফনেটা আমাকে
দেখতে পায়নি!



ইরক! পাচকঠাকুর
ভ্যাসছে! আমি বরঞ্চ
লুকিয়েই থাকি!



আগা আগুর টমেটর ইখানে রাখি
সোওর দেখি
সুপ কমায়সা
ডেয়ার হয়্যা!





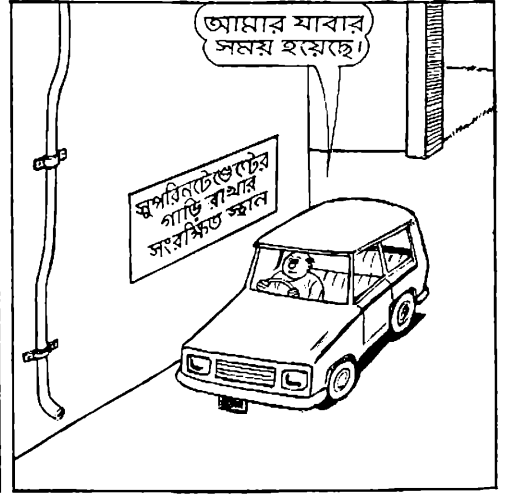
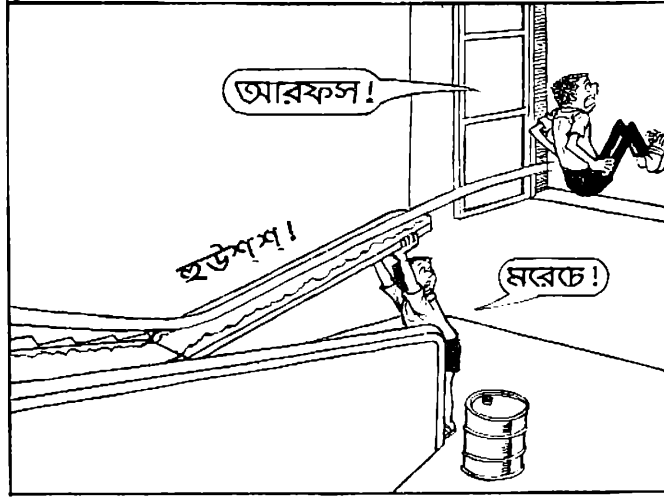
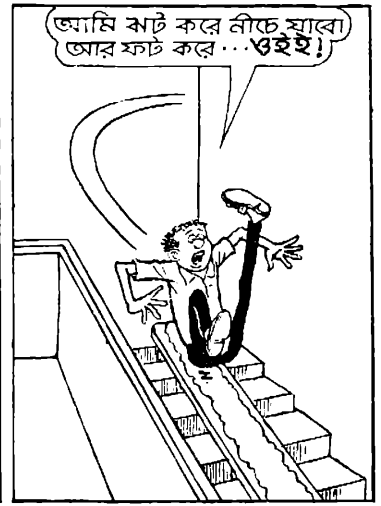


নন্ডে আর ফন্ডে



নরায়ণ দেবনাথ

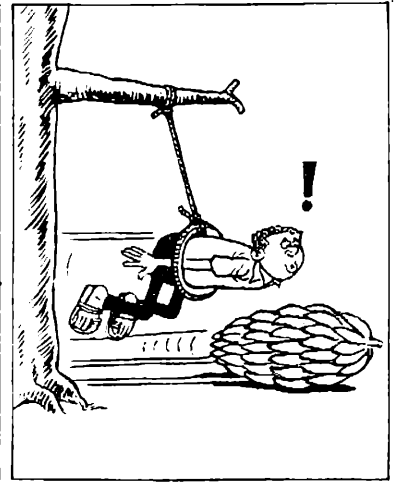
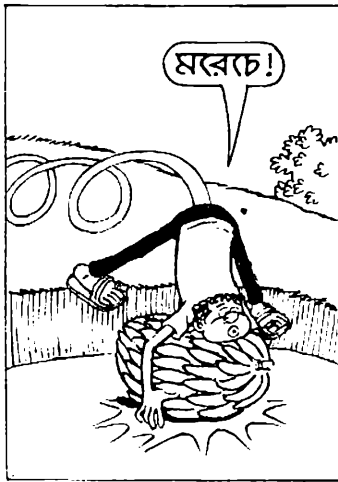






নারায়ণ দেবনাথ







নাটে আর ফন্টে

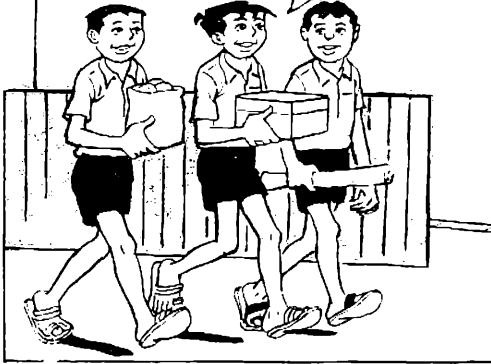
ব্রজদেবনাথ





আরো কিছু পরে

অর্থ যা সংগৃহীত হয়েছিলো
তা দিয়ে কেনাকাটা সব হয়ে
গেলো। এবার মাঠে জনসেবা
অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করতে হবে।



এদিকের কাজ শেষ, এবার
স্যারকে এনে অনুষ্ঠান শুরু
করা যাক।

চল, বুটকে! যারা আমাদের
সেবা নেবে তাদের খবর
দিয়ে আসি।

বিনা ব্যয়ে
চিকিৎসা
কেন্দ্রের
জন্য



চলুন, স্যার! সব জেরি
এবার অনুষ্ঠান শুরু
করবো।

বেশ, ওষুধের
বাক্সটা নিয়ে
চল।



সব রেডি করে ফেলেছি, স্যার!
আপনি গলেই শুরু করে
দেবো।

হ্যাঁ, সেবা করার
লোক জোগাড়
হবে তো?



কৈ রে, নটে! এতো দেখছি ফাঁকা ময়দান!
সেবা নেবার লোক কোথায়!



খুব কম সময়ে
ব্যবস্থা করতে
হয়েছে তাই খবর
দিতে পারিনি।
এখন সব এসে
পড়বে স্যার!

এইতো, স্যার! আজতে
শুরু করেছে। আমি
সব বেছে বেছে আসল
দুঃস্থ আর আর্ডজনেদের
বলেছি, স্যার!



শুরু হলো জনসেবা

আসুন, একে একে স্যারের কাছে অঙ্গবিশেষ
কথা বলুন।

কি হয়েছে?

এঁকে বড়ই দ্বন্দ্ব
হয়ে পড়ছি। মোরে
চাফা হওনের ওষুধ দান।

জিৎটা দেখি!

অ্যাঃ! ঠিক আছে যে
বলবর্ধক টনিক
তোরা এনেছিস তাই
একটা দিয়ে দে।

আচ্ছা এবার কে?

এঁকে মুই ছার! মোর কোমরে
বড় বেদনা।

ওদিকে

ই, স্যারকে নিয়ে নড়ে আর ফড়ে
জনসেবা বেশ জমিয়েছে দেখছি।
এবার আমি আরো জমিয়ে
দিচ্ছি।

তুই সেবা নেবার জন্যে
হালেই জনসেবা আরো
জমাটি হবে।

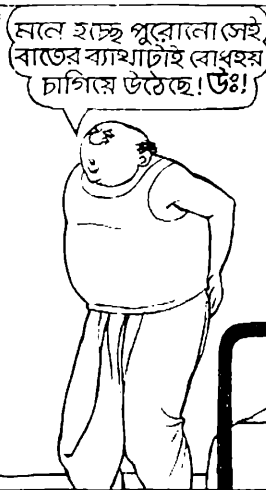
মা, ব্যাটা! ওখানে জোর
থানাদানা হচ্ছে খেয়ে আমি!



মণি দেবনাথ



কি ব্যাপার, স্যার?
আপনার কি
হয়েছে?



মনে হচ্ছে পুরোনো সেই
বাতের ব্যাথাটাই বোধহয়
চাপিয়ে উঠেছে! উঃ!



ডাক্তার ডেকে নিয়ে
আসবো, স্যার?



তাই ডেকে নিয়ে
আয়। ব্যাথাটা
বড়ই বেগ দিচ্ছে!



আমাদের স্থানার
কেন্দ্রে কেলুদা হানা
দেবার আগেই সব
সফ করে ফ্যাল
মন্টে!

আর সাফ করতে
হবে না। বাজেয়াপ্ত
করে আমিই সব গাপ
করে ফেলবো। তোর!
উঠে আয়।



যা গিয়ে এখুনি ডাক্তার ডেকে নিয়ে
আয় শিগগির। স্যারকে বাত কাত
করেছে।



মনে হচ্ছে চেম্বার
কাকাই আছে, চল
চুকে পড়ি।

ডাঃ গুইরাম
গুই

একেবারে সঙ্গে
করে নিয়ে যাবো।



আমাদের সঙ্গে এখুনি
শেতে হবে, ডাক্তারবাবু!
ভাড়া ভাড়ি।

কেন এবং কোথায়?

স্কুল বোর্ডিংয়ে।
আমাদের স্যারকে
দেখাতে-বাত ওকে
কাত করেছে।









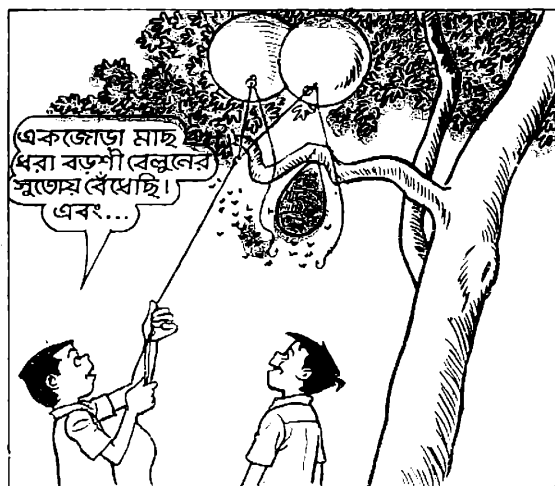


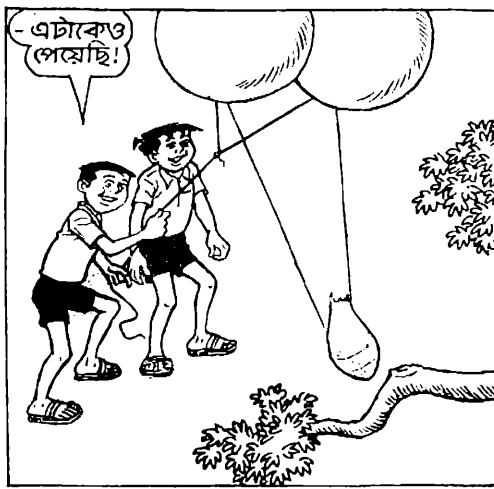














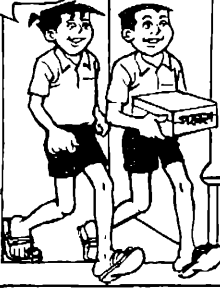
নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

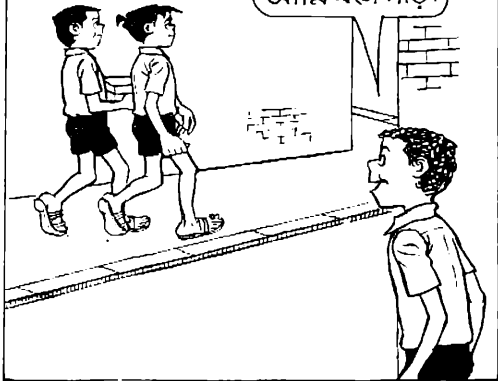
লক্ষ্যারাম মিষ্টান্নজাভার

ডালো হয়েছে
যে কেল্টাটা
এখন নেই।

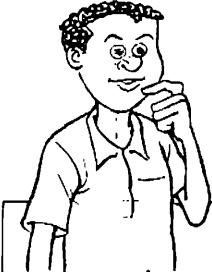
মা বলেছিল। আজ
টিফিনটা নির্বিক্সে
সারা যাবে।



উল্স! নটে আর ফটে
ঠিক যখনই মাল নিয়ে যায়
তালবুঝে ঠিক তখনই
আমি এসে পড়ি।

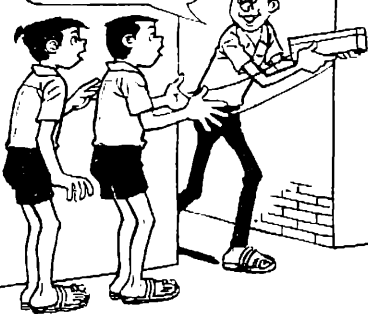


সর্টকাট রাস্তায় গিয়ে
ওদের যাবার রাস্তার ধারে
ঘাপটি মেরে থাকবো,
তারপর—

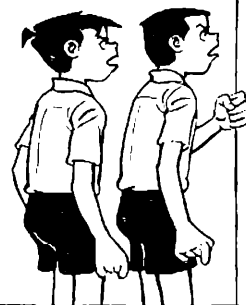


কিছু পরেই

(তোমের এই সন্দেশের বাজা)
আমি বাজেয়াস্ত করলুম।
কারণ তোরা নির্দেশ আমান্য করে বাইরের
খাবার বোর্ডিংয়ের ভিতরে নিয়ে যাবার
ধান্দা করছিলি।

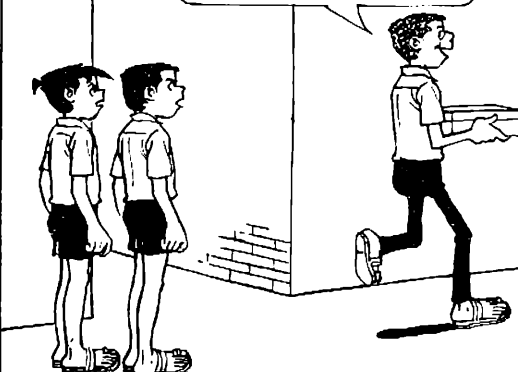


(এটা কিন্তু ডালো হলোনা,
কেল্টা! আমাদের সন্দেশের
বাজা তুমি ফেরত দিয়ে দাও।)



বাজেয়াস্ত
(জিনিজ)
কখনো
ফেরত হয়
না হিঃহিঃ!

আর বেশী ট্যাঙাই ম্যাগুই
করলে স্যারের কাছে রিপোর্ট
করে দেবো। তার কি ফল হবে
তা তোরা ডালোই জ্যানিস।



হতচ্ছাড়াটাকে
কি করে টাইট দেওয়া
যায়, বলতো?



ঠিক, একটা আইডিয়া
নাথান্য এসেছে। ওর এ
বাজেয়াস্ত করা দিয়েই
ওকে জব্দ করতে হবে।

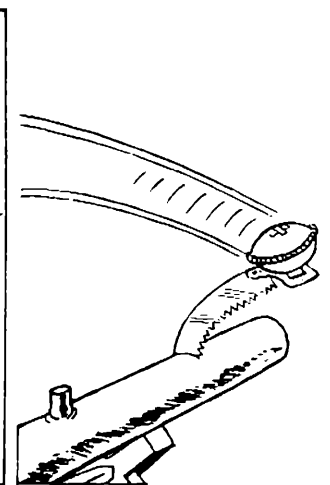
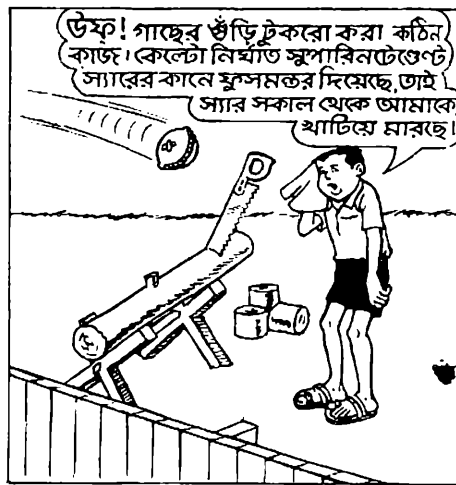






নারায়ণ দেবনাথ







নাট আর ফটো

নারায়ণ দেবনাথ



(আজ এটাই হচ্ছে বসায়ন বিদ্যা শিক্ষার শেষ, ছেলেরা! তোদের আমি রকেট তৈরি শিখিয়ে দিলাম। ইচ্ছ করলে তোরা নিজেরাই তৈরি করতে পারবি।)

তুলিঙ্গ না— আজ বিকেলে আমরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে বেরোবো।



(আমরা কিছুক্ষণের জন্যে ঝগাশে থাকবো, বন্ধুরা! এখানে আমাদের কিছু কাজ করার আছে!)



যা ভেবেছি! স্যার পর্যবেক্ষণে গিয়ে নিজে খাঁটাবার জন্যে বাস্তবতা আমার নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমি সেটা হতে দিচ্ছি না!



কারণ আমি এর অনেকটা হাতিয়ে নিচ্ছি! হিঃহিঃ! আমি এগুলি এই ব্যাগে নিয়ে নিচ্ছি।



(সোজা মিলের দিকে নিয়ে চল, কেল্ট! আমরা ওখানে নানা ধরনের গাছের অনেক পাতা সংগ্রহ করতে পারবো।)



ছেলেটা, তোরা বনের মধ্যে যা। গিয়ে ভালো কিছু নমুনা নিয়ে ফিরে আস।

আমি স্যারের কোমরে এই খবটা আটকে দিই।



ছেলেদের নজর এড়িয়ে আমার খাবারটা আচ্ছেশ করে খাবার জন্যে আমি ডেন্টা দিকে চলে যাই!



আমি নিঃস্রাড়ে নদীর ধারে গিয়ে বলে নিজস্ব পিকনিক করি! হিঃহিঃ!

